আশাপূর্ণা দেবীর

বাছাই গল্প

মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১ এম. জি. রোড, কোলকাতা-৯
ফোন : ২২৪১ ৪১৪১

প্রকাশক
দোলা সেনাপতি
৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৮৬

চর্তুদশ মুদ্রণ
মাঘ ১৪১৫

পঞ্চদশ মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪১৭

প্রচ্ছদ পট
শ্রী গণেশ বসু

ষষ্ঠদশ মুদ্রণ
বৈশাখ ১৪২১

মুদ্রক
রাধাকৃষ্ণ প্রেস
৭৫, বৈঠক খানা রোড
কলকাতা - ৭০০০০৯

সপ্তদশ মুদ্রণ
কার্ত্তিক ১৪২৪

মূল্য ঃ ১২০ টাকা

শোক

ছুটির দিনে বিশ্রাম সুখ, এমন বিলাসিতার কথা ভাবতেই পারে না দীপা। ছুটির দিনগুলোয় রাশি রাশি পরীক্ষার খাতা দেখে সে।

দীপা টেবিলের উপর সেই খাতার পর্বত জমিয়ে বসে দাঁতে দাঁত চেপে একটার পর একটা খাতা দেখে যাচ্ছিল। দীপার মাথা ঝিমঝিম করছিল, দীপার চোখের পাতায় যেন মৃত্যুঘুম নেমে আসতে চাইছিল।

ক্লান্তি, ক্লান্তি, পাথরের চাঁইয়ের মতো বুকে চেপে বসে আছে এই ক্লান্তির ভার। এর থেকে বুঝি কোনোদিনই উদ্ধার নেই দীপার।

অথচ জয়দীপটা যদি একটু মানুষের মতো হতো।

জয়দীপের নির্লজ্জতা দেখে দেখেই যেন দীপা এতো ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। ক্লান্ত, বিষণ্ণ, মেজাজি। সত্যি আজকাল যেন মেজাজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে বসেছে দীপা। ওর মেজাজ দেখে মা স্তব্ধ গম্ভীর, ছোট ছোট ভাই বোন তিনটে দিদিকে এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায়। সহজ ভাবে যা কথা, সেটা জয়দীপই কয়। কিন্তু সে সবই তো তার নিজের স্বার্থসিদ্ধির কথা!

আশ্চর্য, কী অদ্ভুত বেহায়া হয়ে গেছে ছেলেটা।

যেন এ সংসার সম্পর্কে ওর কোনো দায়িত্বের প্রশ্ন নেই।

নিজের ঘরে বসেই টের পাচ্ছিল দীপা জয়দীপ বৈকালিক ভ্রমণে বেরোবার তোড়-জোড় করছে। প্রথমে কলঘরে গিয়ে চৌবাচ্চার সব জলটা সাবাড় করে এসেছে, তার-পর এখন ঘরের মধ্যে গুন গুন করে গান গেয়ে গেয়ে হাঁটা চলা করে বেড়াচ্ছে। তার মানে এ আর্শি ও আর্শি করে ঘুরে ফিরে দাড়ি কামাচ্ছে, পাউডার মাখছে, ঘাড়ে লতানো এক কাঁড়ি চুলের কেয়ারি করছে, জুলফির কায়দা বজায় আছে কি না দেখছে।

এরপর জামা প্যান্ট বাছাই করে পরা, তারপর সাজগোজ সেরে প্যান্টের পকেটে রুমাল পুরতে পুরতে এঘরের দরজায় এসে দাঁড়ানো।

সব মুখস্থ হয়ে গেছে দীপার।

এসে দাঁড়িয়ে কী কথা বলবে জয়দীপ তা পর্যন্ত।

তা সত্যিসত্যিই সেই মুখস্থ হয়ে যাওয়া কথাটাই বললো জয়দীপ দরজায় দাঁড়িয়ে। লজ্জা চাপা দেবার যে বিশেষ বেপরোয়া ভঙ্গিটি আয়ত্ত করে নিয়েছে সে, সেই ভঙ্গিতে বলে ওঠে, এই দিদি খুব মাথা ঘামাচ্ছিস তো? কোনো দরকার নেই বাবা, স্রেফ একখানা করে খাতা ধর আর ঢেরা মেরে দে। দীপা মুখ না তুললেও টের পাচ্ছে, জয়দীপের মুখটা আহ্লাদে এখন টগবগ করছে। তার মানে সেই বান্ধবীটির

বাড়িতে ছুটছে।
দীপার সারা শরীর রাগে রী রী করে ওঠে।
শুধু বেকার তবু সহ্য হয়, কিন্তু প্রেমে পড়া বেকার?
অসহ্য!
প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন বাবু! নিজের পায়ের তলায় মাটি নেই, একটা টলমলে ফুটো নৌকোর ওপর ভর, অথচ—
আশ্চর্য। সবই তো জানে ও। দীপার জীবনের কোনো কিছুই তো অজানা নেই ওর। যখন দীপার জীবনে ভালবাসা এসেছিল, তখন পিঠোপিঠি ছোট ভাইকে, —যা যা পাকামি করতে আসিস নে, বড় যে দেখছি ডেঁপো হয়ে উঠেছিস—বলে শাসালেও, পরে বলেও ফেলেছে সব, না বলে পারতো না বলেই বলে ফেলতো।
সেই ভালোবাসাকে দীপা সরিয়ে দিয়েছে।
সেই সুখস্বপ্নকে স্বেচ্ছায় চোখ থেকে মুছে ফেলেছে। কারণ দীপার বাবা জোর কদমে চলতে চলতে হঠাৎ চলার পথে পূর্ণচ্ছেদ টেনে হঠাৎ বিদায় নিলেন, আর মা সেই ধাক্কায় প্রায় শয্যা নিলেন। অকাল-বার্ধক্যের শিকার মা-র পুরনো শান্ত মেজাজ গেল বদলে।
দীপা বড়, দীপার মুখের দিকে সমগ্র সংসার তাকিয়ে, অতএব দীপা নিজের মুখটার দিকে তাকাবার কথাট ভুলে যাবার সাধনা করতে লাগলো।
এ সমস্তই জয়দীপের জানা।
অথচ জয়দীপ এই সংসারের ক্ষীণ ভাঁড়ার থেকেই সাজছে গুজছে বেড়াচ্ছে আর প্রেম করছে।
দীপার শরীর রাগে রী রী করে উঠবে না?
জয়দীপ একটু উসখুস করে বলে, 'এই দিদি তোর ওই সার্বার্ডিনেটের প্রতি কস-এর ভঙ্গিটা ছাড় বাবা! দয়া করে একটু তাকা।'
দীপা বরফ বরফ চোখ তুলে শান্ত গলায় বলে, 'কী?'
'কী সেটা তো বুঝতেই পারছিস, মুখ দিয়ে না বলিয়ে ছাড়বি না?'
'আমার বোধশক্তিটা একটু কম,' দীপা বলে, 'যা বলবার স্পষ্ট করেই বলতে হবে।'
জয়দীপ একটু এগিয়ে এসে দিদির টেবিলের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বলে, 'নেহাতই বলাবি? তবে স্পষ্ট করেই বলি—বলছি, কিছু মাল কড়ি ছাড়।'
'ফের ওই রকম অসভ্যর মতো কথা বলছিস?'
দীপার স্বর কটু, তীক্ষ্ণ।
জয়দীপের মা ছেলে বড়ো হয়ে ওঠা ইস্তক ছেলেকে ধমক দেবার কথা ভাবতে পারে না, জয়দীপের বাবা তো নিজ স্বভাববশেই কখনো ছেলেমেয়েকে উঁচু গলায় কথা বলতো না, পিঠোপিঠি দিদিই ওর বরাবরের শাসনকর্তা। কারণ চিরদিনই ছেলেটা খেয়ালী, বেপরোয়া, বেহুঁশ।
অতএব শাসনের দরকার ছিল, আর সেই শাসনভার দীপাই নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু আগে সেই শাসনের ভঙ্গিতে একটি কোমল লাবণ্য ছিল, এখন লাবণ্য অন্তর্হিত, কোমলতা শীতল কঠিন। দীপা অবাক হয়ে দেখে, তবুও ওর

মধ্যে চেতনার চিহ্ন নেই।
তবে ওই বেহুঁশ বেপরোয়া ছেলেটা কখনো দিদির মুখের ওপর কথা বলে না। দিদির কাছে সে যেন একটা বড় মাপের ছোটছেলে। অতএব দিদির ধমকে ভয় পাওয়া ছোটছেলের মতোই বলে, 'আচ্ছা বাবা আচ্ছা, সুসভ্যর মতোই বলছি। দিদি রে গোটা পাঁচেক টাকা ধার দে। পকেট গড়ের মাঠ।'
'ধার ?'
দীপা একটু তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হুল ফুটিয়ে হাসে।
তবে জয়দীপ হুলের জ্বালা গায়ে মাখে না।
বলে ওঠে, 'নিশ-চয়। তোর সব টাকার হিসেব রাখছি আমি। চাকরি হলেই সুদ সুদ্ধু ফেরত দেব।'
'রাধা নাচলে তো সাতমণ তেল পুড়বে ?'
'বুকটা দমিয়ে দিস নি দিদি! সত্যিই কি আর রাধা চিরদিন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে ? কোনোদিন নাচবে না ? নাচবে রে দিদি নাচবে। সেদিন দেখিস। টাকা মাটি, মাটি টাকা, বুঝলি ? নেহাত ভগবান মেরে রেখেছে তাই ওটা কাউকে দেখাতে পারছি না। যাক্ এখন তো দে পাঁচটা টাকা।'
দীপা জানে ওই বাকচাতুরী করেই দিদির মনটা ভেজাতে চায় ও, কিন্তু দীপা ভিজবে না। দীপা তাই খাতায় চোখ রেখে শুকনো খটখটে গলায় বলে, 'আজ মাসের সাতাশ তারিখ।'
'জানি রে দিদি।'
জয়দীপ একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে, 'ওই তারিখগুলিই তো এখন জীবনের সম্বল হয়েছে। দোসরা থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত অসঙ্কোচে চাই, এগারো থেকে একুশ পর্যন্ত ঘাড় চুলকে চাই, আর বাইশ থেকে তিরিশ লজ্জায় কাটা যাওয়া মাথাটা হাতে নিয়ে হাত পাতি।'
'লজ্জা!'
দীপা খাতা থেকে মুখ তুলে আর একবার ব্যঙ্গহাসি হাসে। 'লজ্জা শব্দটার বানান জানিস ?'
'বানান্?'
জয়দীপ সাবধানে ঘাড়ের লতানো চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে ঘাড় চুলকে বলে, বানানটা হয়তো ঠিক জানি না, কিন্তু মানেটা জানি রে। ভাবিস নে জিনিসটা আমার শরীরে নেই। আছে, 'জানতে পারিস না।'
'কী করে পারবো ?'
'তা বটে,' সেইভাবেই আবার ঘাড়টা চুলকে নেয়, 'পারা শক্ত! প্রমাণ তো দিতে পারছি না। তবু বিশ্বাস কর চেষ্টার ত্রুটি করছি না—।'
'ওঃ তাই নাকি ? চেষ্টা করছিস ? একটা নতুন কথা শুনলাম বটে।'
'বলে নে বাবা বলে নে। বলবার দিন পেয়েছিস যখন। ভাগ্যটা বড়ই খারাপ বুঝলি ? স্রেফ পদ্মপত্রের মতো। কিছুই লেগে যায় না। স্রেফ গড়িয়ে পড়ে যায়।...কিন্তু সেই আহ্লাদী পুতুল এসব কিছু বুঝবে না। 'দিব্যি দিয়ে বসে

আছে আজ ওকে সিনেমা দেখাতেই হবে, না দেখালে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। বান্ধবী-দের কাছে ওর না কি প্রেস্টিজ থাকছে না।'
রাগে হাড় জ্বলে যায় দীপার।
না হয় মাত্র দেড় বছরের বড়ো দিদি, তবু বড়ো তো। এভাবে বেহায়ার মতো কথা বলতে মুখে বাধছেও না তো।
দীপার কপাল কুঁচকে ওঠে।
দীপা কড়া গলায় বলে, 'পকেট তো গড়ের মাঠ, এত প্রেম করার শখ কেন?'
জয়দীপ প্যান্টের ভাঁজ ভাঙার ভয় ভুলে দিদির বিছানার উপর বসে পড়ে বলে, 'এ প্রশ্ন তুই আমায় করবি কি, আমি নিজেই নিজেকে করছি রাতদিন। কিন্তু প্রেম কি আর কেউ শখ করে করে রে? ও তো কম্প দিয়ে জ্বর আসার মতো হঠাৎ এসে যায়। নিজেই কি জানিস না?' বলেই একটু অপ্রতিভ হয়ে যায় যেন।
দীপার মুখের রেখা কঠিন হয়ে ওঠে।
দীপা ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'আমার কথায় দরকার নেই। থাম।'
জয়দীপ চট করে উঠে পড়ে দুহাতে নিজের দুই কান ধরে 'এই মাপ চাইছি—' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ায়।
'এই পাজী ছেলে না নিয়ে চলে যাচ্ছিস যে বড়ো?'
জয়দীপ ঘাড় ফিরিয়ে ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'তুই তো সাতাশ তারিখ দেখিয়ে দিলি!'
'বেশ করেছি। সাতাশকে কি সাত তারিখ বলবো?'
দীপা ড্রয়ার খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে বাড়িয়ে ধরে আর মুহূর্তে এগিয়ে এসে জয়দীপ সেটাকে প্রায় চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে প্যান্টের পকেটে পুরে বেশ নাটকীয় গলায় উচ্চস্বরে, 'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন দিদিমণি!' বলে তিন লাফে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।
বেরিয়ে এসে দালানে পড়া ছাড়া গতি নেই, যেখানে দীপাদের মা চৌকীর উপর জানলা থেকে এসে পড়া রোদটুকুতে পিঠ দিয়ে মুড়ি দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে বসে ছিলেন।
হাত পা যত গুটিয়ে যাচ্ছে তাঁর কানটা তত বেশী কার্যক্ষম হচ্ছে।
জয়দীপ বেরিয়ে আসতেই চাপা গলায় বলে ওঠেন, 'ভগবানের কথা কী বলছিলি?'
'ভগবান! আমি?'
জয়দীপ আকাশ থেকে পড়েই, দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'ওঃ হো! বলছিলাম ভগবান! আমার ভাগ্যে এতো দুঃখও লিখেছিলে।'
এই আক্ষেপবাণীটি দীপাদের মা-র অভ্যস্ত বুলি। কিন্তু তিনি সেটা ধরতে পারলেন না বলে উঠলেন, 'আবার বুঝি দিদির কাছে ভিক্ষে চাইতে গিয়েছিলি?'
জয়দীপের হাতে সময় একটুও নেই, তবু দাঁড়িয়ে পড়ে মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তাছাড়া উপায়? তোমার কাছে চাইতে এলে ভিক্ষে মিলবে?'
মা কপালে একটা থাবড়া মেরে বলেন, 'সেই কপালই বটে আমার। আমার ক্ষমতা থাকলে কি আর তোর এই দুর্দশা হয়!'
'দুর্দশা? মাই গড! আমায় দেখে কি তোমার দুর্দশাগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে মা?'

'সে তুই নিজে সাবান কেচে নিজে ইস্ত্রী চালিয়ে হকচকিয়ে থাকিস, তাই। নইলে ধমকের ওপরই তো আছিস। সামান্য দুটো চারটে টাকার জন্যে মুখনাড়া খাচ্ছিস। এত বড়ো একটা ছেলেকে কোন্ সাহসে যে ওভাবে ধমক দেয়।'

জয়দীপ দু'কোমরে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'কেন? সাহসের অভাবই বা হবে কেন? আমাকে ধমক দেবার রাইট নেই দিদির?'

'তা আছে বৈ কি!' মা বেজার গলায় বলেন, 'দিদি যখন খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে, টাকাটা সিকেটা ভিক্ষে দিচ্ছে, রাইট থাকবে না?'

'হোপলেস!'

জয়দীপ সত্যিই হতাশ গলায় বলে, 'আচ্ছা মা, সব সময় তোমার এমন ছোট কথা কইতে ইচ্ছে করে কেন বল তো?'

'ছোট কথা?'

'তা ছাড়া? ভালো কথা কও মা, ভালো কথা কও, পরকালের কাজ হবে।'

'পরকাল!'

মা ক্ষুব্ধ গলায় বলেন, 'আমার আবার পরকাল। মেয়ের হাত-তোলায় পড়ে আছি, মেয়ের মেজাজের ভয়ে কাঁটা হয়ে আছি—'

'দ্যাখ মা, আমার এখন সময় নেই তাই তোমায় জ্ঞান দিতে পারছি না,। তবে এই বলে দিলাম, দিদির মতন মানসিক অবস্থায় আমায় এই সংসার চালাতে হলে দেখিয়ে দিতাম মেজাজ কাকে বলে।'

বেরিয়ে যায় প্রায় ছুটে।

দীপার কানে এসব কথা পৌঁছয় না, এ দিকটায় শুধুই দেয়াল।

আর হয়তো বা দীপা তখন মেয়েদের পরীক্ষার খাতা থেকে চোখ সরিয়ে ডুব দিয়েছে নিজের জীবনের খাতার মধ্যে।

সেখানে বাইরের কোনো কথা পৌঁছচ্ছে না।

অনুপম আজকাল চিঠিপত্র দেওয়া খুব কমিয়ে দিয়েছে, যাও বা দেয়, হৃদয়ের উত্তাপ-বর্জিত সংক্ষিপ্ত। কেবল কাজের চাপের কথাই লেখে। কাজের চাপে সময় পাই না, আর তার সঙ্গে হয়তো ছোট্ট একটু হুল—'তোমারও তো লম্বা চিঠি পড়বার সময় নেই।'

সত্যিই হয়তো নেই।

সময় হারিয়ে যাচ্ছে, সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে।

অথচ বুঝি অকারণেই।

জয়দীপ একটু মানুষ হলে, জয়দীপ এ সংসারের দায়িত্ব নিতে পারলে, দীপা তো এমন করে নিঃশেষ হয়ে যেত না।

আশ্চর্য, ওর ভেতরে যে কী আছে বোঝা যাচ্ছে না। কখনো মনে হয় মায়ামমতা আছে একটু, কখনো মনে হয় একেবারে অনুভূতিশূন্য চেতনাশূন্য। নইলে অনায়াসে মাসের সাতাশ তারিখে বান্ধবীকে সিনেমা দেখানোর জন্যে টাকা চেয়ে বসতে পারে? মা-র জন্যে একটা ওষুধ আনার কথা ছিল সেটা আর দুদিন হয়ে উঠবে না। মা-র ধারণা মেয়ে বলেই দীপা মা-র শরীরের জন্যে তেমন উৎকণ্ঠ নয়, ছেলে রোজগারী

হলে মা-র সকল দুঃখ ঘুচতো, মা রাজার হালে থাকত।
ঈশ্বর জানেন!
দীপা মনে মনে অজানা অদেখা সেই ঈশ্বরকে ডেকে বলে, মা-র ছেলেকে খুব একটা বড়ো চাকরি পাইয়ে দাও, মা-র সেই হালটা দেখে দীপা মুক্তি পাক।
দীপা আস্তে আস্তে সেই মুক্তি-পাওয়া জীবনের স্বপ্ন দেখতে থাকে। সেই স্বপ্নের দীপা তার মা-র কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, শান্ত গলায় বলে, 'মা এবার তাহলে আমার ছুটি? এবার তো তোমার ছেলে—'
কিন্তু দীপা কি সত্যিই এ স্বপ্ন দেখেছিল—তার পরদিনই তার মুখের ভাষাটা কেড়ে নিয়ে তার বেহুঁশ বেপরোয়া আত্মসুখী ভাইটা এসে বলে উঠবে, 'দিদি এবার তোর ছুটি!'
তাই বললো জয়দীপ।
মা-র কাছে আগে না গিয়ে আগে দিদির কাছে এলো।
দীপা চিঠি লিখছিল, জয়দীপ দুমদাম করে এসে ওর খাটের ওপর বসে পড়ে বললো, 'কাকে চিঠি লিখছিস? অনুপমদাকে?'
দীপা রেগে উঠে কড়া গলায় বলে উঠলো, হ্যাঁ, রাতদিন আমি তোর অনুপমদাকেই চিঠি লিখছি—'
'এবার থেকে লেখ লেখ—' জয়দীপ খাটে বসে জোরে জোরে পা দোলাতে দোলাতে বলে, 'এন্তার চিঠি লিখে মরচে পড়ে আসা প্রেমটাকে ঝালিয়ে নিয়ে এবার এ-বাড়ি থেকে কেটে পড়! এবার তোর ছুটি।'
'আমার ছুটি?'
দীপা যেন একটা যন্ত্রের মধ্যে থেকে কথা বলে।
জয়দীপ উঠে আসে, দিদির কাঁধদুটো ধরে নাড়া দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ রে বাবা হ্যাঁ। দারুণ একটা চাকরি পেয়ে গেছি।'
দীপা অনুমান করে এটা একটা চালাকী জয়দীপের। দিদির মেজাজটা হালকা করে নেবার একটা কৌশল। এরপর বলবে, 'পেয়েছি অবশ্যই, তবে স্বপ্নে। তারপর ওর সেই আহ্লাদী পুতুল বান্ধবীর গল্প ফাঁদবে।
মেয়েটার মা-বাপ নেই, কিন্তু এমন একখানা মামা আছেন যে, সে মেয়ে সর্বদাই আহ্লাদের সাগরে ভাসছে। মামা-মামীর নাকি ছেলেমেয়ে নেই। তা না থাক, দীপাদেরও তো একটা মস্ত কেষ্ট-বিষ্টু কাকা আছেন, যাঁর ছেলেমেয়ে নেই। নিজের কাকা, সত্যিকার কাকা।
তা তিনি দীপাদের বাবা মারা যাবার পর উপদেশ ছাড়া আর কি দিয়েছেন? না, আর কিছু মনে করতে পারে না দীপা। দীপাদের যে এখন সংসারের চাল খাটো করা উচিত, সুখের দিনের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলা উচিত, আত্মনির্ভর হওয়া উচিত, এই সবই জনে জনে বুঝিয়েছেন! আর কাকীমা? তিনি বড় জায়ের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে গেছেন, 'শরীরটার একটু যত্ন নিও দিদি। আহা কী অবস্থাই হয়েছে দেহের।...দীপা তুই বড়, মাকে একটু দেখিস মা!'
তারপর? তারপর আর কি? কিছু না।

অথচ জয়দীপের ওই বান্ধবীর মামা ?
আহ্লাদী ভাগ্নী চাঁদ চাইলে চাঁদ পেড়ে এনে দিতে প্রস্তুত।
ভগবান জানেন এসব বানানো কিনা। আর—কার বানানো।
জয়দীপের, না তার সেই ঘুঘু বান্ধবীর।
নিজের দর আর কদর বাড়াতে ওই বোকাটার কাছে হয়তো বলে এসব বানিয়ে বানিয়ে।
অথবা জয়দীপুই দিদির কাছে নিজের দর বাড়ায়। বেকার বলেই যে সে অমনি একটা সস্তামালের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে তা নয়।
আসল ঘটনাটা যাই হোক, জয়দীপের সেদিন উচ্ছ্বাসটা প্রবল হয়, দিদিকে খানিকটা না শুনিয়ে ছাড়ে না।
দীপার আজ ভালো লাগছিল না, দীপা ভিতরে ভিতরে নিজেকে শক্ত করে নিয়ে বলে, 'কাঁধ দুটোর হাড় গুঁড়িয়ে গেল যে—'
'যাক, আহ্লাদে আজ আমার পৃথিবী গুঁড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।'
'এত আহ্লাদ ! তা হঠাৎ কে এতবড়ো চাকরিটা দিল ?'
জয়দীপ দিদির খাতাপত্রের প্রতি দৃকপাত না করে টেবিলে উঠে বসে বলে, 'আর কে ? সেই মামা। সত্যি আমাদের ত্রিসীমানায় একটা এমন হৃদয়বান মামা কাকা মেসো পিসে কেউ নেই। অথচ লোকের কেমন থাকে টাকে। আমাদের থাকলে কি আর ওই আহ্লাদীর মামার দেওয়া চাকরিটা নিতে হতো।
তা যাকগে আমি তো আর চাই নি ? নিজের গরজেই দিয়েছে। আহ্লাদী নাকি কাঠকবুল করে বসে আছে এই অধমের গলায় ছাড়া মালা দেবে না। অতএব ? অতএব মামাবাবুকে নিজের প্রেস্টিজ রাখতেই নিজের ফার্মের ম্যানেজারের পোস্টটা দিয়ে দিতে হলো আমায়। লোকসমাজে জামাইয়ের পরিচয় দিতে হবে তো ! হাজার খানেক টাকা মাইনে না হলে, বলবে কি করে ?'
হাজার খানেক !
দীপা ক্লান্ত গলায় বলে, 'জয়' আর কত ফাজলামি করবি ? সর, খাতাপত্তরগুলো গেল।'
'গোল্লায় যাক তোমার খাতা।'
জয়দীপ আরো চেপে বসে বলে, 'তুই তাহলে ভাবছিস আমি ফাজলামি করছি ?'
টেবিলে আঙুলের টোকা দিতে দিতে বলে, 'তা ভাবতেই পারিস। আমিও প্রথমে ভাবছিলাম আহ্লাদী ফাজলামি করছে। তারপর যখন মামা ডেকে বললেন, 'বসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে,' তখন তো আত্মাপুরুষ খাঁচা-ছাড়া। নির্ঘাৎ কৈফিয়ৎ চাইবে কার হুকুমে ওনার ভাগ্নীর সঙ্গে এমন লটঘটি করছি আমি। এই শীতকালে ঘামছি। তারপর এই কথা। বলব কি, শুনে আমার সেই ফ্রেঞ্চকাট দাড়িওলা গালে একটা চুমু খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে হলো।'
'জয়, বাচালতা রাখবি ?'
'আচ্ছা বাবা, রাখছি রাখছি ! আহ্লাদে নাচতে ইচ্ছে করছে বলেই ! তোর কাছে ছাড়া আর কার কাছে বলি বল ? সত্যি বলছি রে দিদি, তোকে ছুটি দিতে পারবো

এই ভেবেই আরো—'
'চাকরিটা পাকা ?'
'পাকা বলে পাকা ! একেবারে কংক্রীটের গাঁথুনি।'
'মাকে বলেছিস ?'
'মাকে ?'
জয়দীপ বলে, 'মাকে বলা টলা ওসব তোর দায়। আমার দ্বারা হবে না। মাকে বলতে গেলেই হয়তো ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদতে বসবে—'
'তা হোক !'
দীপা দৃঢ় গলায় বলে, 'তুমি নিজে বলোগে যাও।'
'অগত্যা।'
জয়দীপ বেরিয়ে যায়।
জয়দীপ ভাবতে ভাবতে যায় ভাবী শ্বশুরের দেওয়া চাকরি বলেই কি দিদির তেমন আহ্লাদ হলো না ? হতে পারে। আমারই কি একটু ইয়ে হয় নি ? তবে নিজের গরজেই তো দিয়েছে। আমি তো আর হ্যাংলার মতো চাইতে যাই নি। আর আহ্লাদীকে তো আমি সাফ জবাব দিয়েই দিয়েছিলাম প্রেম করছো প্রেম কর ! বিয়ে টিয়ের কথা মুখে এনো না। তোমার মামার আদরের ভাগ্নী জামাই হবার মতো যোগ্যতা আমার কস্মিন কালেও হবে না। অতএব মামা যার গলায় ঝুলিয়ে দেবে, তার গলা ধরেই ঝুলে পড়ো, আর মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেল, ব্যস।···ও যদি নিজের গরজে মামাকে ধরে পড়ে এসব করে থাকে, তাতে আমার কী বাবা ?···তা দিদি বড্ড মানী তো।
জয়দীপ তার দিদিকে জানে।
দীপা বড্ড মানী।
আর অতো মানী বলেই হয়তো ওর এখন মনে হচ্ছে ওর ছোট ভাই হঠাৎ ভয়ানক একটা অপমান করে গেল ওকে। যেন সে দীপার এতোদিনের সমস্ত দুর্ব্যবহারের শোধ দিতে দীপার মুখের ওপর একটা চড় বসিয়ে গেল। দীপা সেই অপমানে টেবিলের ওপর ভেঙে পড়ে কেঁদে ফেললো।···আর কাঁদতে কাঁদতে ওই অপমানের জ্বালাটা একটা শোকের হাহাকারে পরিণত হলো। শোকই।
সেই শোকের শূন্যতা দীপাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে খুব দামী একটা জিনিস তুমি হারিয়ে ফেললে দীপা। আর কোনোদিনই এই পাশাপাশি দুটো ঘরের মাঝখানের ওই দরজাটায় দাঁড়িয়ে একটা অবুঝ বেহুঁশ ছেলে বলে উঠবে না, এই দিদি, কিছু ছাড়তে পারবি ? পকেট গড়ের মাঠ।